Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

শিক্ষার লক্ষ্য : শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমৎ অনির্বাণ

সুনীল রায়
শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনের একটা নিজস্ব বাণী আছে। বাণীটি সমন্বয়ের যা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, নবীনের সঙ্গে প্রবীণের, ঐহিকের সঙ্গে অনৈহিকের সমন্বয়। আধুনিকতার দাবিকে উপেক্ষা না করেও এ বাণী প্রাচীন ঋষি-প্রজ্ঞানের নব রূপায়ণের। এই সমন্বয় তথা নব রূপায়ণের বাঙ্ময় প্রকাশই সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন। বলাবাহুল্য, এই দর্শন নবজাগরণেরই দান, যার পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। নবজাগরণের ফলেই এক নতুন জীবনবোধ গড়ে ওঠে, মানুষ গতানুগতিকতার গণ্ডি পেরিয়ে এক অভিনয় জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিক বলে যাঁরা প্রসিদ্ধ তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রী অরিবন্দ, শ্রীমৎ অনির্বাণ, মহাত্মা গান্ধী, রাধাকৃষ্ণণ, ইকবাল প্রমুখ মনীষীরা। এঁদের প্রথম পাঁচজন বাঙালি, শেষোক্ত তিনজন অবাঙালি। বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে কোনো সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিকই তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব রচনায় সমন্বয়ের ওই লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হন নি।

শিক্ষা-দর্শন বিষয়ে প্রত্যেক সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিকের নিজস্ব তত্ত্ব আছে। শিক্ষা-দর্শনে তাঁরা শিক্ষার স্বরূপ, লক্ষ্য, সমস্যা, সমাধান, প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের শিক্ষা-দর্শনের সকল দিকের আলোচনা একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। বর্তমান প্রবন্ধে তাই শিক্ষার লক্ষ্যই আলোচিত হবে। সেই লক্ষ্যের আলোচনায় আমরা যে তাঁদের সকলের কথা বলতে পারব তাও না। আলোচনার সীমাবদ্ধতার কারনে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমৎ অনির্বাণ নির্বাচন করেছি।

শ্রী অরবিন্দের জন্ম ১৮৭২ সালে। ১৯৫০ সালে মহাসমাধি লাভ করেন তিনি। শ্রীমৎ অনির্বাণের জন্ম ১৮৯৬ সালে। তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯৭৮ সালে। দুই মনীষীর আয়ুষ্কাল থেকে জানা যায় – শ্রীমৎ অনির্বাণ ছিলেন বয়সে শ্রী অরবিন্দের চেয়ে চব্বিশ বছরের ছোটো। আর বিরাশি বছরের পরমায়ু নিয়ে শ্রীমৎ অনির্বাণ শ্রী অরবিন্দের মহাসমাধি লাভের পর প্রায় আঠাশ বছর জীবিত ছিলেন। শ্রী অরবিন্দ আজ শুধু বাংলায় নন, সারা পৃথিবীতে অতি পরিচিত। তুলনায় শ্রীমৎ অনির্বাণ অনেকটা অপরিচিত। বাংলায় হাতে গোনা কয়েকজন লোকের কাছেই তাঁর পরিচয়

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

সীমাবদ্ধ। বিদেশে তিনি যে একেবারে অপরিচিত তা নয়। তবে তা ঘটেছে একমাত্র লিজেল রেমঁর[১] দৌলতে এবং নিঃসন্দেহে স্বল্পতম মাত্রায়।

শিক্ষা বিষয়ে শ্রী অরবিন্দের নিজস্ব প্রবচন, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় ১৯০৯-১৯১০ সালে "A System of National Education" শিরোনামে। তারপর ১৯২০ সালে 'আর্য' পত্রিকার দু'টি সংখ্যায় "A Preface on National Education" শিরোনামে তাঁর আরো কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দু'টি শিরোনামে প্রকাশিত রচনাসমূহই পরবর্তীকালে The Complete Works of Sri Aurobindo, Vol–1 গ্রন্থে সংকলিত হয়। শিক্ষা বিষয়ে শ্রী অরবিন্দের তথ্য ও তত্ত্বের ভাষ্যও কম হয় নি। এ বিষয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যে আছেন সর্বজন নন্দিতা ও বন্দিতা পণ্ডিচেরী আশ্রম জননী শ্রীমা। শ্রীমা শ্রী অরবিন্দের প্রণীত শিক্ষা-তত্ত্বের উপর যে সকল ভাষ্য রচনা করেছেন সেগুলির কিছু প্রকাশিত হয় *Bulletin of Physical Education*-এ ১৯৫৩ সালে ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট সংখ্যায় এবং কিছু প্রকাশিত হয় ওই সালে The Ideal Child নামক পত্রিকায়। শ্রী অরবিন্দ পণ্ডিচেরী আশ্রমকে ধন্যবাদ। আশ্রম কর্তৃপক্ষ শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমার শিক্ষা-বিষয়ক রচনাগুলিকে একত্রে একটি গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। গ্রন্থটির নাম Sri Aurobindo and The Mother on Education। গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হয় পণ্ডিচেরী থেকে ১৯৫৬ সালে।

শিক্ষা বিষয়ে শ্রীমৎ অনির্বাণেরও নিজস্ব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে। তিনি ছিলেন নিগমানন্দের কাছে দীক্ষিত। নিগমানন্দই তাঁকে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে প্রথমে ঢাকায় এবং পরে কলকাতায় প্রেরণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ শেষ করে তিনি আসামে কোকিলামুখে সারস্বত আশ্রমে নিগমানন্দের কাছেই ফিরে আসেন। তখন তিনি শুরু কর্তৃক 'আর্য্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। অবশ্য 'অনির্বাণ' নামে তখন তিনি পরিচিত নন। তখন তাঁর সন্ন্যাস নাম ছিল 'শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী'। নির্বাণনন্দ সরস্বতী 'আর্য্যদর্পণ' – এ ধারাবাহিক শিক্ষা-বিষয়ক কতকগুলি স্বীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলির সমাবেশে একটি গ্রন্থেরও রূপদান করেন তিনি। শিক্ষা নামে ওই গ্রন্থটি স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজের তৎপরতায় হালিশহর আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়, প্রকাশনাকাল বাংলা ১৩৩৩ (ইং. ১৯২৬) সাল। গ্রন্থটিতে নির্বাণানন্দজী শিক্ষাকে আধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখার এক অভিনয় প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। তবে তার উপর ভাষ্য-রচনা তো দূরের কথা সে বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

যাইহোক, আমাদের মূল প্রশ্ন হচ্ছে – শিক্ষার লক্ষ্য কী? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী অরবিন্দ কী বলেন? শ্রীমৎ অনির্বাণেরই বা কী মত? আর এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে ভাবের সাম্যই বা কোথায়? শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা-বিষয়ক রচনায় নেই। তবে তাতে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

হতাশ হবার কিছু নেই। শিক্ষা-বিষয়ক রচনায় শ্রী অরবিন্দের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির খসড়া নিরূপণ। সেই মর্মেই জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির একটী প্রস্তাবনাও তিনি করেছেন। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে তখন ইউরোপীয় শিক্ষা-নীতি কায়েম হয়েছে। ইউরোপীয় শিক্ষার অন্ধ অনুসারী একদল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করেন। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় অনুরাগী আরেক দল ইউরোপীয় শিক্ষা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। এমতাবস্থায় শ্রী অরবিন্দ উভয় মতের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন। তিনি কুপ্রভাবমুক্ত ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের পাশাপাশি ভারতীয় বৈদিক শিক্ষার পুনরুদ্ধারের কথা বলেন। অবশ্য তার জন্য তিনি প্রাচীন ভারতে ফিরে যাবার কথা বলেননি। শিক্ষার আধুনিকীকরণের কথাও অনুভব করেন তিনি। তাই তাঁকে আমরা বলতে শুনি। ".....our education must be therefore up to date in form and substance and modern in life and spirit"[২]।

প্রসঙ্গত শ্রী অরবিন্দ প্রণীত জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতিকে বলা হয় পূর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতি (System of Integral Education)। অবশ্য এ অভিধাটি শ্রী অরবিন্দের ব্যবহার করেননি। অভিধাটি ব্যবহার করেছেন শ্রীমা। তাঁর কথায় –

> "ভারতবর্ষের আধ্যাত্ম-জ্ঞান ছিল। তবে জড়কে উপেক্ষা করায় তাকে ভুগতে হলো। পশ্চিমী দেশগুলো জড়ের উপাসক। আধ্যাত্মসাধন-শূন্য তাদেরও কম ভুগতে হয়নি। যে পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা অল্প-স্বল্প পরিবর্তন সহকারে পৃথিবীর সকল দেশকে গ্রহণ করতে হবে তাতে যেন জড়ের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সদ্ব্যবহারের উপর আধ্যাত্মের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।" [তর্জমা প্রবন্ধ লেখকের]

শ্রী অরবিন্দের পূর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতিতে কেবল বৌদ্ধিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। এতে দৈহিক, মানসিক ও প্রাণিক শিক্ষার উপরেও সমধিক গুরুত্ব আরোকপিত। তাঁর মতে, মন ও প্রাণ প্রবৃত্তির ক্ষেত্র। বুদ্ধি প্রবৃত্তির দ্বারা হয় বলেই যতো গণ্ডগোল। প্রবৃত্তি-প্ররোচনামুক্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধিই মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে তাঁর স্থির প্রত্যয়। ওই প্রত্যয়ে স্থির শ্রী অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির রচনায় শিক্ষাকে কীভাবে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলা যায় সেদিকে নজর রেখেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি-নিয়মের কথাও তিনি বলেছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ক রচনায় শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে তাঁর কিছু উক্তি ওই সকল নীতিকথার সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর এরকম দু'টি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। উক্তি দু'টির একটি – "This is the aim and principle of a true education, not, vertainly, to ignore modern truth and knowledge, but to take our foundation on our own being, our own mind, our own spirit"[৪]। এই উক্তি অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য দ্বৈতাঙ্গী – (এক) আধুনিক

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

সত্য ও জ্ঞানের অপলাপ না করা। এটাকে বলা যায় শিক্ষার লক্ষ্যের নঞর্থক দিক। (দুই) সদর্থক দিক থেকে আমাদের নিজস্ব সত্তা, মন ও আত্মায় প্রতিষ্ঠা লাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আরেকটি উক্তি অনুসারে "And at no time will it (education) lose sight of man's highest object, the awakening and development of his spiritual being"[৫]। এই উক্তিটিকে শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে শ্রী অরবিন্দের সতর্কবাণী বলা যায়। শ্রী অরবিন্দ আমাদের সতর্ক হতে বলেছেন এই ভেবে যে, মানুষের পরম লক্ষ্যই যে শিক্ষার মূল লক্ষ্য তা যেন আমরা কখনই বিস্মৃত না হই। সেই পরম লক্ষ্যটি হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্ম-সত্তার স্ফুরণ, ভগবৎশক্তি-চালিত পূর্ণ জীবন তার ভিত্তি কোনো বুদ্ধি-প্রসূত নতুন চিন্তা নয়, কোনো প্রাচী গ্রন্থ বা দার্শনিক সূত্রের দোহাই নয়। তার ভিত্তি পরিপূর্ণ আধ্যাত্ম-জ্ঞান, তার ভিত্তি মানুষের আত্মায়, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে, প্রাণে এবং দেহে ভাগবত সত্তার জলন্ত অনুভূতি। এই জ্ঞান কোনো নতুন আবিষ্কার নয়, তা সনাতন। এই অনুভূতি প্রাচীন বৈদিক ঋষির, উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা পরম জ্ঞানীর।

এইভাবে শ্রী অরবিন্দের দর্শনে বেদোদ্ধোরণের প্রয়াস শুরু হয়েছে। তাতে শিক্ষার লক্ষ্যে বেদ-উপনিষদীয় পরম জ্ঞান লাভের কথা ধ্বনিত হয়েছে। তবে তাতে বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে জীবনের রূপান্তরের কথা। তাঁর কথায়, "আমরা জগতের কোনো কার্য বাদ দিতে চাই না, রাজনীতি বাণিজ্য সমাজ কাব্য শিল্পকলা সাহিত্য সবই থাকবে, এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।"[৬]

শিক্ষাকে আধুনিকতার উপযোগী করার কথা বাদ দিলে এই অবধি শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা-দর্শনে আধ্যাত্ম-সত্তার স্ফুরণকেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলা হয়েছে। আমরা বলতে চাই – এর ব্যতিক্রম শ্রীমৎ অনির্বাণও নন। তাই শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণে তিনিও ফিরে গেছেন সেই ঋষি-যুগে, বলেছেন – "প্রাচীন যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল – নিবৃত্তি।"[৭] তাঁর কাছে নিবৃত্তির অর্থ যা, আধ্যাত্ম-সত্তার স্ফুরণের অর্থও তা-ই। নিবৃত্তিকে অবলম্বণ করেই আধ্যাত্ম-সত্তার স্ফুরণ ঘটে বলে নিবৃত্তি হচ্ছে উপায়, অন্তর্নিহিত সত্তার স্ফুরণ বা বিকাশ তার ফল। তবে আধ্যাত্ম-সত্তার বিকাশের অনন্ত রূপের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন – "তার কোন্ রূপ যে বরেণ্য, তা কি করে চিন্ব?"[৮] তাঁর মতে, জড়রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করাই মানুষের শক্তির চরম বিকাশ হলে তাকে লক্ষ্য করেই শিক্ষার ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। জীবনের মাঝে মানুষ যা করতে পারে তা-ই যদি তার শক্তির সীমা হয় তাহলে এই জীবনের উপযোগী শিক্ষাই কায়েম করা দরকার।

কিন্তু শ্রীমৎ অনির্বাণের মতে, এই যে স্থূল প্রত্যক্ষ জড়জগৎ শুধু তার উপর আধিপত্য বিস্তার করাই মানুষের শক্তির চরম সীমা নয়। আর শুধু একটা জীবনের মাঝেই মানুষ তার চরম পরিণতি লাভ করতে পারে না। যেমন জড়জগতের উপর, তেমনি অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধিক জগৎ,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

আধ্যাত্ম জগতের উপরেও মানুষ প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে। মানুষ যেমন বলতে পারে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তেমনি সে এও বলতে পারে – 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। মানুষের মধ্যেই এই মহাসত্যের বিকাশ সম্ভব। তবে তার জন্য শুধু একটা জীবনই পর্যাপ্ত নয়। এই বৃহৎ ভাব ধারণের জন্য মানুষের জীবন জন্ম-জন্মান্তরে পরিব্যাপ্ত। তাই শ্রীমৎ অনির্বাণ বলেন,

> "এমনি উদার আদর্শ যদি চোখের সামনে জাগে, শুধু কল্পনায় নয়, এ আদর্শ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যদি কারুর হয়, তবে সে কি ছোটো জিনিসে কখনও তৃপ্ত থাকতে পারে? যে ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ নিজেকে এমনি বিরাট ভাবে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর প্রাণ জগৎকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। জগৎ যদি ক্ষুদ্র শক্তির আলোচনায় ক্ষুদ্র বাসনা-কামনার তৃপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে থাকে, তবে তিনি আকুলতাভরা উদাত্তকণ্ঠে তাদের ডেকে বলবেন –
>
> শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
> আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
> বেদাংমেতং পুরুষং মহান্তম্
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।
>
> তখন তাঁর চোখে শিক্ষার কোন্ আদর্শ জেগে উঠবে? তিনি দেখবেন – মানুষের অন্তরে ব্রহ্মশক্তি নিহিত রয়েছে, তার বিকাশই তার পরম পুরুষার্থ। তার পথ – নিবৃত্তি; ভূমৈব সুখং – নাল্পে সখমস্তি। সুতরাং নিবৃত্তিই শিক্ষার নিয়ামক, অল্পের নিরসনে ভূমার প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য।"[৯]

মানুষের অন্তরে নিহিত ব্রহ্মশক্তির বিকাশ এবং তাতে প্রতিষ্ঠা লাভের অবস্থাকে শ্রী অরবিন্দ স্বরাট্, বিরাট বা সম্রাটের অবস্থা বলেছেন। শ্রীমৎ অনির্বাণের মতে, ওই বিরাটত্ব বা ভূমাত্ব লাভই শিক্ষার লক্ষ্য এবং মানুষের পরম আদর্শ। তাই Letters from a Baul গ্রন্থে যথার্থ বাউলের সুরেই রেমঁর প্রতি তাঁর উপদেশ –

> "যে দিনগুলি তুমি এখানে ছিলে স্মৃতির ধূসর আলোয় তাদের পেলবতা অনুভব করি। আন্তর সত্তার দুয়ার-পথে আমরা নিয়তই অসীমের পানে ধাবমান হতে পারি, সেই পার্বত্য অভিযান কি কখনও শেষ হবার? মনে রেখো – প্রসারণের অর্থ ক্রিয়মানতা নয়, তা কেবল সত্তা ও তারই বিভূতি। আত্মা আছে, বিভাব তারই ছায়া-সঙ্গী। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের মতোই সকল গতির নিয়ন্তারূপে নিঃশব্দে কেন্দ্র থেকে বহির্মুখে তার পদচারণা। মনে রেখো – তুমি যে আত্মা ও

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

> তারই বিভাব। তাই আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি – আত্মপ্রতিষ্ঠ হও।[১০] [তর্জমা প্রবন্ধ লেখকের]

শিক্ষার লক্ষ্যে শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমৎ অনির্বাণের মধ্যে ভাবের সাম্য সহজবোধ্য। শীমৎ অনির্বাণের নিজের কথায় তা প্রতিফলিত। অবশ্য তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক রচনা-কালেই যে তিনি একথা বুঝতে পেরেছিলেন তা নয়। ১৯৩৯ সালে শ্রী অরবিন্দের দার্শনিক মহাগ্রন্থ *The Life Divine* শ্রীমৎ অনির্বাণের হাতে আসে। তখনই শ্রী অরবিন্দের দর্শনে সঙ্গে নিজের জীবন-দর্শনের সাম্য দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। এর আগে শ্রী অরবিন্দ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। ওই সাম্যোপলব্ধির আনন্দেই *The life Divine* গ্রন্থটি তিনি অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি *দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ* নামে গ্রন্থটির একটি ভাষ্যও রচনা করেন। শ্রী অরবিন্দের The Synthesis of Yoga এবং Savitri-এর উপরেও শ্রীমৎ অরবিন্দের প্রবচন ও গ্রন্থ আছে। The Synthesis of Yoga-এর প্রবচন নিয়ে তাঁর গ্রন্থ যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ, Savitri-এর প্রবচন নিয়ে তার গ্রন্থ সাবিত্রী-প্রসঙ্গ।[১১] এ সকল অনুবাদ ও ভাষ্যে শ্রী অরবিন্দের প্রতি তাঁর যেমন অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি শ্রী অরবিন্দও তাঁর অনুবাদ কর্মটিকে 'জীবন্ত অনুবাদ' বলে অভিনন্দিত করেছেন এবং বলেছেন, "Anirvan has been my friend through ages"[১২]। শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমৎ অনির্বাণ উভয়েরই তত্ত্বমূলে ভাবের ওই সাম্য থাকায় শিক্ষার লক্ষ্যে তার প্রতিফলন স্বাভাবিক বৈ কি! কারণ মূলের রসেই তো শাখা-প্রশাখা পুষ্ট থাকে।

আরেকটি কথা। কথাটি যোগ ও শিক্ষার সম্বন্ধ নিয়ে। এ সম্বন্ধ কেমন? তার ব্যাপ্তিই বা কতখানি? শ্রী অরবিন্দের বিশ্ববীক্ষাকে বলে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ, তৎ-প্রণীত শিক্ষা-পদ্ধতি পূর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতি, তৎ-প্রণীত যোগ পূর্ণ যোগ। পূর্ণ যোগে 'পূর্ণ' পদটি এক বিশেষ অর্থের দ্যোতক। লোকায়ত অর্থে পূর্ণতা বলতে মনুষ্যত্ব, মানসিক উন্নতি, নৈতিক সততা, চিত্তবৃত্তির বিকাশ, চারিত্রিক ও প্রাণিক বল, দৈহিক স্বাস্থ্য প্রভৃতির পূর্ণতা বোঝায়। কিন্তু শ্রী অরবিন্দের মতে, এরকম পূর্ণতা প্রকৃতির খণ্ড ধর্মেরই পূর্ণতা। তিনি পূর্ণতা বলতে বোঝেন ভাগবত পূর্ণতা। এই অর্থে "পূর্ণতা ভাগবত সত্তার স্বরূপ, ভাগবতী প্রকৃতির ধর্ম।"[১৩] মানুষের মধ্যে ভাগবত পূর্ণতা আছেও, যদিও প্রচ্ছন্ন বা সঙ্কুচিতভাবে। পূর্ণযোগে অভ্যাসের প্রয়োজন ওই প্রচ্ছন্ন বা সঙ্কুচিত ভাগবত পূর্ণতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। যোগশক্তি-বলে ওই পূর্ণতাই প্রকটিত হয়।

কথাগুলি থেকে মনে হয় – শ্রী অরবিন্দ যোগ ও শিক্ষাকে এক ও অভিন্ন বলেই ভাবতেন। কিরীট যোশি যথার্থই বলেছেন, "In the right view of Yoga and of Education, we find Education and Yoga are one and identical process."[১৪] শ্রী অরবিন্দ নিজেই বলেন, "All life is Yoga"। সুতরাং পূর্ণশিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণে আমরা পূর্ণযোগের লক্ষ্যকেও উপেক্ষা করতে পারি না।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

শ্রী অরবিন্দ-প্রণীত পূর্ণযোগের একটা নির্দিষ্ট পন্থা আছে, ওই পন্থার আদি, মধ্য ও অন্তও সুনির্দিষ্ট। এর শুরু সুতীব্র আস্পৃহা এবং ভাগবতী শক্তির কাছে একান্ত আত্ম-উন্মীলনের সহায়তায়। প্রাথমিক স্তরে পূর্ণযোগের লক্ষ্য আধারের রূপান্তর। এই রূপান্তর কেবল চৈত্য ও চিন্ময় রূপান্তরের সীমিত। দ্বিতীয় স্তরে সাধক শুনতে পান অন্তরের আহ্বান, দেখা দেয় ভগবৎ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। অন্তরের আহ্বান ও ভগবৎ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন মাতৃশক্তি। ওই মধস্থতায় ঘটে অতিমানস শক্তিপাত। অতিমানস রূপান্তর রূপান্তরের সর্বশেষ পর্যায়। আর ভাগবত উপলব্ধি বলতে যা বোঝায় তা ঘটে পূর্ণযোগের অন্তিম পর্বে। কিন্তু এই উপলব্ধির অর্থ জগৎ থেকে ঈশ্বরে পলায়ন নয়। এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ভাগবত মহিমার অবতরণের দিক। অর্থাৎ পূর্ণযোগের সাধককে ঈশ্বরকে নিয়ে ধূলার এ ধরণীতে অবতরণ করতে শিখিয়েছেন শ্রী অরবিন্দ। একে সুফীরা বলেন 'Journey from God with God'।

কথাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। মনে হয় – পূর্ণযোগের পূর্ববর্তী লক্ষ্যগুলির সাথে ভাগবত অবতরণকে জুড়তে হবে। তাতেই আমরা পূর্ণযোগের পূর্ণ লক্ষ্যটি ধরতে পারব। মর্ত্যে দিব্যজীবন রচনাই পূর্ণযোগের পূর্ণ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখেই শ্রী অরবিন্দ বিজ্ঞানময় পুরুষ-গোষ্ঠী গঠনের কথা বলেছিলেন। আর ১৯১২ সালে শ্রী অরবিন্দের লেখা একটি চিঠিতে ঠিক একথাই ধ্বনিত হয়েছে –

> "আমরা যে যোগ অনুশীলন করে থাকি তা কেবল আমাদের জন্য নয়, ভাগবৎ উদ্দেশ্য সাধনকারী এ যোগের লক্ষ্য ঈশ্বরেচ্ছার বাস্তব রূপায়ণ। এ যোগের লক্ষ্য এক আধ্যাত্মিক রূপান্তর এবং মানস, প্রাণিক ও দৈহিক সত্তার দৈবায়ণ। মুক্তির যোগের অনিবার্য শর্ত হলেও এর লক্ষ্য ব্যক্তি-মুক্তি নয়। এর লক্ষ্য সমষ্টি-মানবের মক্তি ও রূপান্তর। এর আনন্দও ব্যক্তিগত নয়। এ এক স্বর্গীয় আনন্দ। তাতেই যিশুর স্বর্গরাজ্য, আমাদের সত্যযুগ এই মর্ত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে।"[১৫] [তর্জমা প্রবন্ধ লেখকের]

যোগ ও শিক্ষা এক ও অভিন্ন পদ্ধতি হওয়ায় মর্ত্যে দিব্যজীবন রচনাই শিক্ষার লক্ষ্য, যার শুভ সূচনা আধ্যাত্ম সত্তার স্ফুরণে, পর্যবসান পৃথিবীতে দেবজাতির আবির্ভাবে।

শ্রীমৎ অনির্বাণ শিক্ষার লক্ষ্যে এর দূর অগ্রসর হয়েছিলেন কিনা জানিনা। তবে শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগের এই লক্ষ্য বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। আর এই লক্ষ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বিশ্বমানবের মহামুক্তি ও মহাসিদ্ধির বাণী। তাই শ্রী অরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে তিনি বললেন,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

> "সে একটা যুগসন্ধি। এই ভারতবর্ষে বিশেষ করে এই বাংলাতেই প্রতীচ্য আর প্রাচ্য ভাবনার একটা সংঘাত ঘটল। প্রাচ্যের প্রজ্ঞার শান্তি ছিল নির্বীর্য স্তিমিত – যেন মুমূর্ষুর শান্তি। পাশ্চাত্যের প্রবল প্রাণ তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল – প্রাচ্য যেন দিশাহারা হয়ে গেল। তখন এই বাংলাতেই এক মহামানবের আবির্ভাব হল, যিনি প্রাচ্যের প্রজ্ঞায় স্থিত হয়ে পাশ্চাত্য প্রাণের এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করলেন। তিনি 'নব্য ভারতে'র উদ্‌গাতা রামমোহন, যাঁর মধ্যে আধুনিক সমন্বয় ভাবনার গঙ্গোত্রীকে আমরা খুঁজে পাই, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ যাঁকে বলেছিলেন The Universal Man। তিনি ছিলেন ভোরের পাখি, জাগরণের প্রথম কাকলি গেয়েই চলে গেলেন। তাঁর প্রভাবে আমরা নিজের দেশকে যতখানি চিনলাম, তার চাইতে বিদেশকে চিনলাম কিছুটা বেশী – তাই তো অখণ্ড ভাবনা যেন একটু চিড় খেয়ে গেল। অবশ্য এটা স্বাভাবিক – অঘোরে যে ঘুমাচ্ছে, জোরে একটা ধাক্কা না দিলে সে জাগে না। রামমোহনের পরেই এলেন রামকৃষ্ণ যাঁর মধ্যে নব্য ভারতের পরেই আমরা পেলাম 'শাশ্বত ভারত' কে। পশ্চিমের কোনও প্রভাবই তাঁর উপরে পড়ে নি। তিনি সহজ মানুষ সমগ্র মানুষ – বাংলার বাউলের মতই সমস্ত ism বর্জিত সবার মনের মানুষ। তাঁর পরে এলেন রামমোহন আর রামকৃষনের সমন্বয়ে গড়া 'প্রবুদ্ধ ভারত' –এর তপোবিগ্রহ বিবেকানন্দ, রোম্যাঁ রোলাঁর ভাষায় Universal Science – Religion –এর প্রবক্তা। তার পরের পর্বে এলেন 'বিশ্বভারতী'র স্বপ্নপাগল বাংলার আরেক বাউল রবীন্দ্রনাথ – যিনি জাতির সুপ্ত চৈতন্যসত্তাকে জাগিয়ে তুললেন একতারার ঝঙ্কারে, আর 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' দাঁড়িয়ে উদারছন্দে পরমানন্দে নরদেবতার বন্দনা গেয়ে গেলেন। শেষ পর্বে এলেন শ্রী অরবিন্দ – রবীন্দ্রনাথ যাঁকে স্বাগত জানালেন 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমুর্ত্তি' বলে। এ-বাণী শাশ্বত ভারতের সেই বাণী – যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বমানবের অতিমুক্তি আর – মহাসিদ্ধির মন্ত্র, একটা নবসৃষ্টির ব্যাহৃতি।"[১৬]

শিক্ষার লক্ষ্যে শ্রী অরবিন্দের এই 'নবসৃষ্টির ব্যাহৃতি' শ্রীমৎ অনির্বাণকে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করেছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

১. লিজেল রেমঁ – আলমোড়াতে অনির্বাণজী প্রায় দশ বছর ছিলেন। তাঁর খবর পেয়ে ফরাসি দেশ থেকে আলমোড়ায় আসেন লিজেল রেমঁ আধ্যাত্ম-জ্ঞান পিপাসা নিয়ে। অনির্বাণজী তার বাঙালি নাম দেন 'সীতা'। লিজেল রেমঁ অনির্বাণজীর কাছে পাঁচ বছর ছিলেন, তারপর দেশে ফিরে গিয়ে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

আজীবন তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। রেমঁর গ্রন্থ My Lige with a Brahmin Family থেকে অনির্বাণজীর এই সময়কার জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

২. Sri Aurobindo And The Mother On Education (শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, দ্বাদশ সং, ২০০০), পৃ. ৮

৩. "India has rather had the knowledge of the Spirit but neglected matter and suffered for it. The west has the knowledge of matter but rejected the Spirit and suffers badly for it. An integral education which could, with some variations, be adopted by all the nations of the world must bring back the legitimate authority of the Spirit over matter fully developed and utilised". (Collected Works of the Mother, দ্বাদশ খণ্ড [শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী], পৃ. ২৫

৪. Sri Aurobindo And the Mother On Education (শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, দ্বাদশ সং, ২০০০), পৃ. ১০

৫. তদেব, পৃ. ১৬

৬. শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা (শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পু. মু. ২০০০), পৃ. ৩৬২

৭. শ্রীমৎ অনির্বাণ, শিক্ষা (আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা, চতুর্থ সং. বাংলা ১৪০৪), পৃ. ১

৮. তদেব, পৃ. ৩

৯. তদেব, পৃ. ৩-৪

১০. "The days that you were here appear so soft through the fading light of the past. We can always flit away to the Infinite through the door of inner being. Can the march over hills and dales ever end? Remember that expansion is not doing anything, it is only being and becoming. The Spirit is and the manifestation does. It grows from the centre outwards just like the sprouting of a seed, quiescent, and yet the initiator of all movement. Remember that you are both Spirit and manifestation. That is why I am repeating: Be yourself." (Letters from a Baul, সম্পা, লিজেল রেমঁ [শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা, ১৯৮৩], পৃ. ২৮)

১১. Savitri-এর উপর অনির্বাণজীর প্রবচনগুলি আজও গ্রন্থরূপ ধারণ করেনি। সেগুলি শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির থেকে 'বর্ত্তিকা'-য় প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ২০০৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ১-এ "সাবিত্রী-প্রসঙ্গ" শিরোনামে Savitri-এর ২য় পর্ব, ষষ্ঠ সর্গের অনির্বাণকৃত প্রবচন

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.02

প্রকাশিত হয়েছে। টেপ-রেকর্ড থেকে এই অনুলিখনটিতে আছেন যযাতি ভট্টাচার্য ও বাসন্তী ভট্টাচার্য। মনে হয়, 'বর্ত্তিকা'–য় প্রকাশ শেষ হলে একদিন 'সাবিত্রি-প্রসঙ্গ' গ্রন্থরূপ ধারণ করবে।

১২. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, মহাজন সংবাদ (প্রাচী পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ১৯৯৯), ২৮২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

১৩. শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা (শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পু. মু. ২০০১), পৃ. ২২৬

১৪. কিরীট যোশি, Pholosophy And Yoga Of Sri Aurobindo And Other Essays (The Mother's Institute of Research, New Delhi, 2003), পৃ. ৩৫০

১৫. "The yoga we practise is not for ourselves alone, but for the Divine; its aim is to work out the will of the Divine in the world, to effect a spiritual transformation and to bring down a divine nature and a divine life into the mental, vital and physical nature of life of humanity. Its object is not personal Mukti, although Mukti is necessary condition of the yoga, but the liberation and transformation of the human being. It is not personal Ananda, but the bringing down of the divine Ananda – Christ's kingdom of heaven, our Satyayuga – upon the earth." (শ্রী অরবিন্দ, The Yoga And Its Objects [শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, একাদশ সং. ২০০২]), পৃ. ১

১৬. শ্রীমৎ অনির্বাণ, "শ্রী অরবিন্দের বাণী", সংকলন গ্রন্থ শৃণ্বন্তু, সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন (শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, পণ্ডিচেরী, ১৪০৯), পৃ. ৫৫-৫৬

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore